০৯-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- মুখে চুষিকাঠি এঁটে নাও, অর্থাত্ নিজের শান্তি স্বধর্মে স্থিত হয়ে গেলে মায়া কিছুই করতে পারবে না"

প্রশ্ন :-- এক শিববাবাই ভোলানাথ, দ্বিতীয় আর কেউ ভোলানাথ হতে পারে না -- কেন ?

উত্তর :-- কেননা এক শিববাবাই আছেন, যাঁর নিজের কোনও ইচ্ছে নেই বা যিনি নিজের জন্য কোনও ইচ্ছে রাখেন না, উনি এসে বাচ্চাদের সেবাধারী হন।
বাচ্চাদের মায়ার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে, প্রতিটি বাচ্চাকে নিজ সমান মাস্টার জ্ঞান সাগর তৈরি করেন । জ্ঞান রত্ন দ্বারা ঝুলি ভর্তি করে দেন । এমন নিষ্কাম সেবাধারী দ্বিতীয় কেউ হতে পারে না, আর তাই ভোলানাথ এক শিববাবাকেই বলা হয়।

গীত :-- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম আর কেউ নেই ••••••

ওম্ শান্তি । যারা ছিলেন বা যা কিছু ছিল, ভক্তি মার্গে তার মহিমা করা হয় যে এমনটাই ছিল । যা এখন আছে, পরে তাকে বলবে এমন ছিল। কেউ শরীর ত্যাগ করলে বলা হয় অমুক এমনই ছিল । নিশ্চয়ই পরমাত্মারও মহিমা করে, তা নাহলে মহিমান্বিত কি করে হতো ? এখন প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে । সব ভক্তের ভগবান এক। ভক্তদের রক্ষক বা সদ্গতি দাতা তিনিই, তাঁকেই জাদুকর বলা হয় । গীত ও আছে - সবার সদ্গতি দাতা । সবার সদ্গতি এখনই প্রাপ্তি হয় । নম্বরানুসারে ভিন্ন ধর্মের মানুষ যারা আছে, সবাইকেই গতি সদ্গতি অবশ্যই দিয়ে থাকেন । মানুষ মাত্রই অবশ্যই মুক্তিধামে যায়, তারপর সতোপ্রধানে আসে । নম্বর অনুযায়ী আসবে তাই না ! প্রথমে দেবতারা, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আসবে । বর্ণ বদল হবে । কেউ ভালো কিছু করলে তার মহিমা করা হয়, কিন্তু সে তো অল্প কালের জন্য মহিমা গায়ন হয় ; কেননা বাচ্চারা জানে - বিনাশ সামনে অপেক্ষা করছে । সবচেয়ে বেশি মহিমা তাঁর হয় যিনি প্রথমে আসেন । ভক্তি মার্গে প্রথমে শিববাবারই পূজা শুরু হয়, যেমন এখন হয়ে আবার চলে যাবে । এনার গায়ন পূজন আবার ভক্তি মার্গে শুরু হবে । সত্য যুগে ভক্তি নেই । ওরা তো এটাও জানেনা যে, প্রথমে কি ছিল, অথবা সত্য যুগের পরে ত্রেতা আসবে । এসব বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হয় । ভক্তি মার্গ শুরু হয় দ্বাপর থেকে । যে বুদ্ধিমান নলেজফুল বাচ্চা হবে, সে-ই ভালোভাবে বুঝতে পারবে। আর যারা কেবল কন্ঠস্থ করে, তারা সবাই তোতা পাখি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব ভালো কন্ঠস্থ করতে পারে, অন্যরা কিছু বোঝেনা । তারা হল পায়রার (কবুতরের) মতো । তোতাকে যা শেখানো যায়, সে তাই রিপিট করে । পায়রা শিখতে পারেনা । অমরনাথে পায়রাকে দেখানো হয়েছে। পায়রা শুধুমাত্র সংবাদ বহনকারী । তোতা যা শোনে তাই রিপিট করে । পায়রা রিপিট করতে পারেনা । এখানেও এমন আছে যে, শুনে রিপিট করতে পারেনা ; তাদের পায়রা বলা হয় । এই সময় অনুসারে যেমন তোতাপাখির মতো হিউম্যান (মানুষ) আছে, পাশাপাশি পায়রা হিউম্যানও আছে । যারা কোনো কাজেরই নয় ।

বাবা হলেন রূপ-বসন্ত। বাবা বুঝিয়েছেন ওঁনার কোনও বড়ো রূপ হয়না। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে শিববাবার রূপ কেমন ? তবে বোঝানো উচিত, যে শিববাবার রূপ তেমনই যেমন আত্মা বিন্দু স্বরূপ । যেমন বাবা তেমন বাচ্চা । আত্মা কখনও ছোট বড়ো হয়না, না বাবা কখনও বড়ো হয় । উনি

হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, উনিই আমাদের বোঝান । ওঁনার নামই হলো ভোলানাথ । নিজের জন্য কণামাত্র ইচ্ছে রাখেন না । বাচ্চাদের নিশ্চয়তা আছে যে, পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীর (ব্রহ্মা) দ্বারা বুঝিয়েছেন । অরগ্যান ছাড়া তো আত্মা বলতে পারে না । বাবা স্বয়ং বসে বোঝান । বলাও হয় পরমাত্মা আসেন, তাঁর সাথে নন্দীগণও থাকে । ওরা তো ষাঁড় দেখিয়েছে । জানোয়ার তো হতেই পারে না । এমন খোড়াই হয় যে, লাফ দিয়ে ষাঁড়ের উপর চড়ে বসে । বলাও হয় ভাগীরথ, অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথ, কিন্তু কে তিনি সবার এটা অজানা । পতিত পাবন কিভাবে আসেন ? নরককে স্বর্গ বানাতে নিশ্চয়ই এসেছিলেন, তাইতো গায়ন আছে । ভক্তিও প্রথমে শিববাবারই করবে, নম্বর অনুসারে বাস্তবে প্রকৃত মহিমা একমাত্র শিববাবার । এখন তো কুকুর, বিড়াল সব কিছুরই মহিমা করে, নন্দীগণ তৈরি করে, ষাঁড় নিয়ে ঘোরে। এখন শিববাবা এই নন্দীর (ব্রহ্মা) মধ্যে এসে তোমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন । জ্ঞান রূপী দুগ্ধ পান করাচ্ছেন । ওঁনার কত মহিমা । ভোলানাথ ভগবান যিনি সবার ঝুলি ভর্তি করেন।

শিবের সামনে এমন বলবে না যে, ঝুলি ভর্তি করে দাও, কেননা বোঝে যে তিনি নিরাকার । শঙ্করের কাছে ঝুলি নিয়ে যায় ভর্তি করার জন্য । বিষ্ণু আর ব্রহ্মার কাছে যায় না । শঙ্করের কাছে যায় কেননা শিব আর শঙ্করকে মিলিয়ে দিয়েছে। ভেবেছে যে শিব শঙ্করেরই রূপ । ভক্ত, পূজারীরা কেউ দেবতাদের অ্যাকুপেশন (পেশা) জানেনা, কারণ যে প্রথম পূজারী হয়েছিল সে-ই কিছু জানেনা । ওদের বলবে তোমরাই পূজ্য দেবী-দেবতা । তোমরাই পূজারী । এখন তোমরা বুঝেছ যে , আমরাই পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলাম এখন পূজারী হয়েছি। শিব তো মূলবতনবাসী, কিন্তু মন্দির তো আছে তাই না ! সূক্ষ্ম বতনবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও পার্ট আছে, কেননা তাঁদেরও তো আসতে হয় ।

শিবকেও আসতে হয়, শঙ্করের এখানে কোনও ভূমিকা নেই । ত্রিমূর্তি মার্গও নাম রাখে, ত্রিমূর্তি স্ট্যাম্প তৈরি করে, তার উপর সিংহ দেখানো হয় । নীচে লেখা হয় 'সত্যমেব জয়তে'। সেটা তো ঠিক আছে শুধু শিবের নাম বা চিহ্ন টুকু নেই ।

'সত্যমেব জয়তে '-- পশুর নীচে লেখা উচিত নয় । সত্য যিনি তিনি এক বাবাই । যিনি সত্য বাক্য শুনিয়ে আমাদের বিজয়ী করে তোলেন । সব কিছু সহজ রীতিতে বুঝিয়ে দেন । তোমরা মাস্টার নলেজফুল হতে থাক । যেদিন থেকে নলেজ নিতে শুরু করেছ, ওঁনার সব মুরলী যদি রাখা যায় বাড়ি ভর্তি হয়ে যাবে । কত কাগজ ব্যবহার করেছ আর করতে হবে। মুরলী বাচ্চাদের কাছে অবশ্যই আসবে । প্রচুর কপি বেরোবে, ঝাড় বৃদ্ধি পেতেই থাকবে ।

বাচ্চারা জানে মায়ার তুফান অনেক আসবে । চুষিকাঠি মুখে থাকলে মায়া আর কিছুই করতে পারবে না । বাবাকে স্মরণ করা খুব সহজ । আমি আত্মা, আত্মা বলে আমার স্বধর্ম শান্ত স্বরূপ । আমরা সবাই পরদেশী, এই মায়ার দেশে আসি । গীত আছে -- 'ও দূর দেশের পরবাসী'•••• সব আত্মাই দূর দেশের অধিবাসী । তোমরা এখন জেনে গেছ, এটা তো ঠিকই আমরা পরদেশে আছি । অনেক দূরদেশ থেকে আসি, যাকে নিরাকারী দুনিয়া বলে । দুনিয়াতে সবাই পরদেশী । ভক্তি মার্গে সবাই ভগবানকে স্মরণ করে । ভক্তরা চায় যে, ভগবান আসুন । উনি এসে কি করবেন? তোমরা বাচ্চারা জান বাবা পরমধাম থেকে আসেন। বলেন, আমাকে কলিযুগী পতিত দুনিয়াকে স্বর্গ বানাতে হবে । তোমাদের কোনও মানুষ পড়ায় না। মানুষ না নিজের সদ্গতি করতে পারে, না অন্যকে দিতে পারে । এখন নাটকের অন্তিম সময়ে, সব কুশীলবদের হাজির হতে হবে । গীতাতেও আছে, শুধু শিববাবার পরিবর্তে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ বলে দিয়েছে । কৃষ্ণ তো প্রথম প্রিন্স । ওরা ভেবেছে উনিই

আমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তোমরা জেনেছ – রাজযোগ শেখাতে স্বয়ং ভোলানাথ এসেছেন । গীতায় কৃষ্ণের নাম লেখা হয়েছে । নলেজফুল বাবাকেই ভোলানাথ বলা হয় । কৃষ্ণের চরিত্রের উপর কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে, বাস্তবে কলঙ্ক ওরা কৃষ্ণের উপর নয়, বাবার উপর লেপন করে । প্রথমে দাদার উপর কলঙ্ক লেপন করা হয়নি, বাবা আসার পরই কলঙ্ক লেপন করেছে । চলতে চলতে পথিক (দূরদেশী ঈশ্বর) এসে যখন প্রবেশ করেছেন, তখন থেকেই কলঙ্ক লেপন করে আসছে । এই রাস লীলা খেলা ইত্যাদি হল বাবার-ই। তিনিই বাচ্চাদের মনোরঞ্জন করেন । বাচ্চারা জানে, আমরা বাবাকে পেয়েছি, বাবার কাছ থেকে আমরা রত্নের ঝুলি ভর্তি করছি । শাস্ত্রে লেখা জ্ঞানকে রত্ন বলা যায় না । এ হলো জ্ঞান রত্ন । এক-এক রত্ন লক্ষ টাকা মূল্যের । এই সময় মানুষ একে অপরকে পাথর মারতে মারতে পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছে, বাবা এসে পাথরবুদ্ধি থেকে পারসবুদ্ধি তৈরি করে তোলেন । কবরস্থান থেকে পরিস্তান তৈরি হচ্ছে । এখানে তো কাল প্রতি মুহূর্ত কবরদাখিল (অকালমৃত্যু) করে দেয় । ওখানে (সত্যযুগে) তো এমন হয়না । যেমন সর্প পুরানো খোলস ছেড়ে নতুন খোলস ধারণ করে, তেমনই পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে । এই দৃষ্টান্ত বাবা এখনই এসে দেন । সন্ন্যাসীরা এখন নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে নেয় । তারা মনে করে যে, বুদবুদ সাগরে মিশে যায় । কেউ বলে জ্যোতি, জ্যোতিতে লীন হয়ে যায় । অনেক মত আছে, এখন তোমরা পাও এক মত, সে মতেই চলতে হবে । বাবা বলেন, তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমাকে ডেকে চলেছ । আমি একবারই আসি । তোমরা অনেক ডেকে বলেছ -- আমি তোমার দাস •••• বাবা এসে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। তোমরা মায়ার গোলাম হয়ে পড়েছে, বাবা এসে গুলামি থেকে মুক্ত করেন । তোমরা জান আমরা অনেক ভক্তি করেছি, ভক্তির ফল দিতে বাবা এখন এসেছেন । এখন ভক্তির পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে । জ্ঞান, ভক্তি তারপর আসে বৈরাগ্য । বৈরাগ্য দুই রকমের । সন্ন্যাসীরা তো ঘর পরিবার সব ছেড়ে বৈরাগ্য গ্রহণ করে, তোমাদের হলো সারা দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য । তোমরা বাচ্চারা তো জান এ সবই ভস্মীভূত হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না । কেউ ধূলোয় লুটোবে আর সে সময় চোর এসে সব লুটপাট করে নিয়ে চলে যাবে । ঠিক যেমন প্লেন উপর থেকে পড়ে আগুন ধরে যায় আর চোর ,আশপাশের সবাই লুটপাট চালাতে থাকে, সময় তো পাওয়া যায় যতক্ষণ না পুলিশ এসে পৌঁছায় । এই বিনাশ তো ঘটবেই । কতো বড় সৃষ্টি ! তোমরা জান আমেরিকা ইত্যাদি দেশে সুখের আড়ম্বর অনেক। যেহেতু খ্রিস্টানরা পরে পরে আসে তাদের সুখের পার্ট এখন । কতখানি সাহস রাখে ওরা -- নক্ষত্রে, চাঁদে যাবার জন্য । সূর্যের কাছে যায় না, জানে জ্বালিয়ে দেবে। চেষ্টা করে চাঁদ, নক্ষত্রে জমি নেওয়ার। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী নাম শুনলে ভাবে হয়তো ওখানে কোনও দুনিয়া আছে । জাপানিরা নিজেদের সূর্যবংশী বলে। কেউ এটা কেউ ওটা বলে দেয় । এখন তোমরা জান ভারত বরাবর সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় ছিল, এমন উঁচু খন্ড আর কোথাও থাকতে পারে না । এটাই সৃষ্টি রূপী অনাদি ড্রামা, এর কোনও বদল হতেই পারে না । এটাই ভালো করে বুঝতে হবে ।

বাচ্চারা যখন শান্ত হয়ে বসে তখন নিজ স্বধর্মে বসে । বাবাকে স্মরণ করতে হবে । শান্তির জন্য কোনও জঙ্গলে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না । কেউ এলে তোমরা বোঝাতে পার যে, শান্তি হলো গলার হার ; একে তোমরা কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ ? আত্মা বলে, আমার স্বধর্ম হল শান্ত স্বরূপ। যখন শরীর ধারণ করি তখন টকি হয়ে যাই (কথা বলি) । সাইলেন্সের তো নাটক হতে পারে না । আগে নির্বাক বায়োস্কোপ দেখানো হতো । সূক্ষ্ম বতনে মুভি হয়, কোনও আওয়াজ হয় না । সেই সময় কল্প প্রথমে যারা বুঝেছি তারাই এসে নিজেরা বুঝে অন্যদের বোঝাবে । কোনও নতুন কথা নয় ।

এই সম্পূর্ণ ড্রামা আমাদের ৮৪ জন্মের মধ্য দিয়ে নাচ নাচিয়ে নেয় । এ হলো অনাদি ড্রামা । সবাই শরীর ধারণ করে নিজ নিজ পার্ট বাজাচ্ছে । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা -- এ কথা শিববাবা বলছেন । আত্মাদের বলেন, মামেকম্ স্মরণ কর । ব্রহ্মা বলবে না যে , মামেকম্ স্মরণ কর । কতো গুহ্য রহস্য । ইনিও বলেন আমাকেও তাঁকে স্মরণ করতে হয়। আমি ব্রহ্মপুত্র নদী । কলকাতায় ব্রহ্মপুত্র নদী আর সাগর সঙ্গমে মেলা হয় । সরস্বতী আর সাগরের মেলা হয়না । একটাই মেলা উদযাপন হয় । উনিও এখানে এসে মেলা উদযাপন করেন । সাগর ছাড়া থোড়াই মেলা হবে । মাম্মা গেলে নদীর মেলা উদযাপন হয় । এই মেলা হচ্ছে সাগর আর ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে, এ তো তোমরা নিজেরাই বুঝতে পার যদি বিচার সাগর মন্থন করতে পার তো বিচার কর । এই সাগর হলো চৈতন্য আর ও হলো জড় (হদের) । সব নদী সাগর থেকেই উৎপন্ন । এ হলো মঙ্গল-মিলন । বাবা প্রতি মুহূর্তে বুঝিয়ে বলেন, মামেকম্ স্মরণ কর । বাচ্চারাও বলবে, বাবাকে স্মরণ কর । "বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ কর" -- এ কথা তোমরা বলতে পারনা । বাবাই এনার (ব্রহ্মা) দ্বারা বলতে পারেন -- বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ কর । এখন তোমরা সামনে বসে আছ । তোমরা বলবে, শিববাবা বলেন, "আমাকে স্মরণ কর"। সবাইকেই বলতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ কর তবেই 'অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হবে । মৃত্যু তো সবার জীবনেই আসবে। এখন দেখ কি কি ঘটতে চলেছে, আমেরিকা ইত্যাদি কতো বড়ো । এই বোম্বাই ইত্যাদি কিছুই থাকবে না, অল্প কিছু থাকবে । এখন তো কোটি সংখ্যক মানুষ রাজত্ব করে । ওখানে তো শুরুতেই কত অল্প সংখ্যক আত্মা থাকে । পরে বৃদ্ধি পেতে থাকে । বাচ্চাদের তোমাদের বোঝানো হয় যে, মায়া বড়ো প্রবল, স্মরণ করতে দেয়না । বিঘ্ন সৃষ্টি করে । বাবার থেকে বিমুখ করিয়ে দেয়, কিন্তু পুরুষার্থ করে পাক্কা মহাবীর হতে হবে । এমনই যোগযুক্ত হতে হবে যাতে মায়া টলাতে না পারে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা, বাপ-দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) নিজের শান্ত স্বধর্মে স্থিত থাকতে হবে । মায়ার হাত থেকে বাঁচতে মুখে চুষিকাঠি দিতে হবে ।

২) পুরানো দুনিয়া থেকে বেহদের বৈরাগ্য নিতে হবে । বিনাশের আগে নিজের সবকিছু সফল করে তুলতে হবে।

বরদান :- লৌকিককে অলৌকিকে পরিবর্তন করে, ঘরকে মন্দির বানাতে সমর্থ আকর্ষণ মুক্ত ভব

প্রবৃত্তি মার্গে থেকেও ঘরের বায়ুমণ্ডল এমনই তৈরি করতে হবে যাতে কোনও লৌকিকতা না থাকে । যে-ই আসবে যেন অলৌকিকতা অনুভব করে । এ কোনও লৌকিক সাধারণ ঘর নয়, মন্দির। এ হলো পবিত্র প্রবৃত্ত মার্গের সেবাধারীর প্রত্যক্ষ স্বরূপ । স্থান ও বায়ুমণ্ডলও সেবা করবে, ঠিক যেমন মন্দিরের বায়ুমণ্ডল সবাইকে আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনই তোমাদের ঘরের পবিত্রতার সুগন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে সকলকে আকৃষ্ট করবে ।

স্লোগান :-- মন-বুদ্ধির দৃঢ়তাকে সাথে একাগ্র করে দুর্বলতা গুলিতে ভস্মীভূত করলেই - তবেই বলা হবে প্রকৃত যোগী